হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

02-February-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযি শরীফে রয়েছে: প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَیَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে (দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়) আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।

(তিরমিযি, ২/২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

"সালাম" সবচেয়ে উত্তম উপহার

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হিজরত করে মদীনায়ে মুনাওরায় তাশরিফ নিলেন তখন সেখানে তিনি মুহাজির (অর্থাৎ হিজরত করে যারা এসেছেন) ও আনসার সাহাবায়ে কেরামগণের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এক্ষেত্রে হযরত সালমান ফারসি ও হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে পরস্পরের মধ্যে ভাই বানিয়ে দেয়া হলো। এর ভিত্তিতে হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পরস্পরের মাঝে অনেক ভালবাসা ও আন্তরিকতা রাখতেন। নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওফাতের (দুনিয়া হতে পর্দা করার) পর হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সিরিয়ায় চলে গেলেন আর হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর মাদায়িনে চলে গেলেন। **(আসাদুল গাবা, ২/৫১৪)**

কোন এক সময়ের ঘটনা একবার হযরত আশআছ বিন কাইস ও হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজলী رَضِیَ اللّٰه عَنْهُمَا সিরিয়া হতে ইরাক আসলেন, তাঁরা উভয়ে হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰه عَنْهُ কে (আগে কখনো) দেখেননি, জিজ্ঞাসা করতে করতে হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰه عَنْهُ এর খিদমতে পৌঁছলেন, ঐ সময় হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰه عَنْهُ ছোট একটি তাবুতে ছিলেন, হযরত আশআছ বিন কাইস ও হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰه عَنْهُمَا সালাম দিলেন, হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰه عَنْهُ উত্তর দিলেন, এখন তাঁরা উভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনিই কি সালমান ফারসি? বললেন: হ্যাঁ! আমি সালমান। বললেন: ঐ সালমান যে সাহাবিয়ে রাসূল? হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰه عَنْهُ বললেন: এটা তো আমি জানিনা যে আমি সাহাবিয়ে রাসূল নাকি নয়। এটা শুনে হযরত আশআছ ও হযরত জারীর رَضِیَ اللّٰه عَنْهُمَا একটু সন্দেহে পড়ে গেলেন আর একে অপরকে বলতে লাগলেন: হয়তো আমরা যার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছি, তিনি সেই ব্যক্তি নন। হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰه عَنْهُ বললেন: তোমরা যার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও, আমিই সেই (ব্যক্তি)। আমি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰه عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাত পেয়েছি এবং তাঁর বরকতময় সংস্পর্শও অর্জিত হয়েছে কিন্তু (সত্যিকার্থে) সাহাবি তো সেই, যে নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰه عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এরপর হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰه عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা দুইজন কিভাবে আসলে? বললেন: আমরা সিরিয়া হতে আপনার ভাই হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰه عَنْهُ এর কাছ থেকে এসেছি। ব্যস এতোটুকুই শুনেছিলো মাত্র হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰه عَنْهُ তৎক্ষণাৎ বললেন: এসো আর তিনি আমার জন্য যে উপহার দিয়েছেন সেটা দিয়ে দাও...! এটা শুনে

হযরত আশআছ বিন কাইস ও হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতবাক হয়ে গেলেন আর বললেন: জনাব! তিনি আপনার জন্য কোন উপহার পাঠাননি। বললেন: যারাই তাঁর কাছ থেকে আসে তিনি কোন না কোন উপহার পাঠান, সুতরাং আল্লাহ পাককে ভয় করো এবং আমানত আদায় করো। (তাঁরা) বললেন: হুযুর! এগুলো আমাদের জিনিসপত্র, আপনি যেভাবে চান ব্যবহার করতে পারেন, আসলেই হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আপনার জন্য কোন উপহার পাঠাননি। বললেন: তোমাদের সম্পদ আমার প্রয়োজন নেই, আমার তো সেটাই প্রয়োজন, যা আমার ভাই পাঠিয়েছে। এখন তো তাঁরা শপথই করে বসলো, বললেন: আল্লাহ পাকের শপথ, হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোন উপহার দেননি। যখন আমরা সেখান থেকে আসতে লাগলাম তখন তিনি শুধুমাত্র এইটুকুই বলেছিলেন যে ইরাকের মধ্যে এমন একজন সাহাবিয়ে রাসূল থাকেন যখন সে নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে একা থাকতো তখন নবীয়ে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অন্য কাউকে প্রয়োজন হতো না, যখন তোমরা তাঁর সাক্ষাত পাবে তখন তাঁকে আমার সালাম বলিও।

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: এটাই তো ঐ উপহার যেটা আমি চাচ্ছিলাম, সালামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার আর কি হতে পারে? সালাম হলো বরকতময় ও পবিত্রতম। **(মু'জামুল কবীর, ৬/২১৯, হাদীস: ৬০৫৮)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ঘটনা হতে অর্জিত শিক্ষনীয় বিষয়

(১) সাহাবায়ে কেরামগণের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین পরস্পরের মাঝে ভালবাসা

হে আশিকানে রাসূল! গভীরভাবে চিন্তা করুন! সাহাবায়ে কেরামগণের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین পরস্পরের মধ্যে কি রকম গভীর ভালোবাসা ছিলো, এই সম্মানীত লোকেরা যখন পরস্পরের মধ্যে বসতেন তখন তাঁদের ভালবাসার ধরনটাই ছিলো অন্যরকম, এই ছাড়াও যখন তারা বাহ্যিকভাবে শারীরিকভাবে দূরে থাকতেন, তখনও তারা একে অপরের প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা পোষণ করতেন, একে অপরকে দোয়ার মধ্যে স্মরণ করতেন এবং একে অপরের জন্য সালাম পাঠাতেন। সাহাবায়ে কেরামগণের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین শান বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের প্রিয় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہِ ؕ وَ الَّذِیۡنَ مَعَہٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَی الۡکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیۡنَہُمۡ

(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত: ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর তাঁর সঙ্গে যারা আছে, কাফিরদের উপর কঠোর, এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین পরস্পরের মধ্যে এমন সহানুভূতিশীল ও একে অপরের সাথে ভালবাসা ও আন্তরিক ছিলেন যেমনিভাবে একজন পিতা তার সন্তানদের সাথে করে থাকে। (তাফসিরে সিরাতুল জিনান, পারা: ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াতের ব্যাখ্যা: ২৯, ৯/৩৮৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কেরামগণের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن এই মোবারক স্বভাবে আমাদের জন্যও শিক্ষনীয় উপদেশ রয়েছে, আমাদেরও উচিত আমরাও যেন নিজ মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষ (অর্থাৎ গোপন শত্রুতা) কখনো অন্তরে যেন না রাখি, নিজেদের অন্তর পুতঃপবিত্র রাখি এবং নিজের মুসলমান ভাইদের প্রতি শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা পোষণ করি। হাদীসে পাকে রয়েছে: মুসলমান পরস্পর একটি দেহের ন্যায় একটি অঙ্গে ব্যথা অনুভব হলে পুরো শরীরে প্রভাবিত হয়ে থাকে। **(মুসলিম, ১০০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৮৬)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরস্পরের মাঝে ভালবাসা, একতা ও ভ্রাতৃত্ব এবং ভাই ভাই হয়ে মিলেমিশে স্নেহ ও সহানুভূতিশীল হয়ে জীবন অতিবাহিত করার তাওফিক দান করুক। اٰمِیۡن بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِیۡن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(২) প্রকৃত মর্যাদা তো সেটাই, যেটা জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষনীয় ঘটনা আমরা শুনলাম, এতে একটু মনোযোগ দিন! যখন হযরত আশআছ বিন কাইস ও হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি রাসূলের সাহাবি? হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিশ্চিত সাহাবিয়ে রাসূল হওয়া সত্বেও তিনি পরকালীন বিষয় সম্বলিত উত্তর দিলেন: প্রকৃত অর্থে সাহাবিয়ে রাসূল তো সেই, যে জান্নাতে নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে, সুতরাং আমার তো জানা নেই যে, আমি সাহাবিয়ে রাসূল নাকি নয়।

سُبۡحٰنَ اللہ! হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আখিরাতের চিন্তাভাবনা দেখুন! এসব সম্মানীত ব্যক্তিগণ কিভাবে নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিনয়ির চাদর দ্বারা আবৃত রাখতেন, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের অধিকারি হওয়ার পরেও নিজ প্রসিদ্ধি কামনার স্বীকার হওয়াটা মূলত তাঁদের অভিধানে (Dictionary) ছিল না। এটা থেকে আমরা এই শিক্ষা পায় যে, আসল মর্যাদা, আসল গুণাবলী হলো সেটাই, যা কিয়ামতের দিন (বান্দাকে) জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে, অন্যতায় বান্দার কাছে হাজারোও গুণাবলী থাকুক না কেন, লোক ডাক্তার হলো, ইঞ্জিনিয়ার হলো, ভালো চাকরিও পেয়ে গেলো, অনেক বড় পদবী অর্জিত হলো, হাজারো মর্যাদা যদি অর্জন করে নেয় কিন্তু যদি এই বৈশিষ্ট্য, উপাধিসমূহ জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম না হয়, তাহলে এসব গুণাবলী মূলত গুণাবলী নয় বরং ত্রুটি।

যেহেতু একদিন মৃত্যু হবেই তো...

একবার হযরত পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উপস্থিত ছিলেন, এক জ্যোতিষি আসলো আর আসতে না আসতেই প্রশংসা করে বলল: হুযুরের (অর্থাৎ ভাগ্য) অনেক ভালো আর তারকা সুউচ্চে।

এই কথাটি নিজ প্রসিদ্ধির মধ্যে নিক্ষেপকারী ছিলো, উদাহরণ স্বরূপ আমাদেরকে কেউ এসে এই ধরনের বলা শুরু করল যে, আমাদের প্রশংসার সেতু তৈরী করে তখন আমরা তাতে ফুলে যাবো এবং নিজের প্রসিদ্ধি কামনার বিপদে পতিত হয়ে যাবো কিন্তু আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের ধরন ভিন্ন, এরা শয়তানের ফাঁদের ব্যাপারে খুবই অবগত থাকেন, পীর মেহের আলী সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ জ্যোতিষির কথা শুনে খুবই

সরলভাবে বললেন: শেষ পর্যন্ত কি মৃত্যু হবে না? (সে) বলল: জনাব! মৃত্যুর হাত থেকে তো কেউ রক্ষা পাবে না। পীর মেহের আলী সাহেব رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ বললেন: আমাদের শরীয়াত এজন্য তারকা সম্পর্কিত নির্দেশনাকে অহেতুক বলে আখ্যায়িত করেছে, যখন শেষে মৃত্যুই আসবে তখন আনন্দ ও পেরেশান তো সমান। (মেহের মনীর, ৪২৭ পৃষ্ঠা)

سُبۡحٰنَ اللّٰه! আল্লাহ পাক আমাদেরকেও এধরনের পরকালিন চিন্তাভাবনা করার তাওফিক দান করুন। হায়! যদি আমরাও নিজের সুখ্যাতির কামনা করা থেকে বেঁচে থাকতাম, কবর আলোকিত করার চিন্তা করতাম আর ব্যস বিনয়ী হয়ে থাকতাম। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(৩) সালাম দেয়া ও পাঠানোর অভ্যাস গড়ুন

হে আশিকানে রাসূল! খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাদানী ফুল যেটা হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘটনা থেকে শিখতে পারলাম তথা সালাম হলো উত্তম উপহার, বরকতময় ও পবিত্র দোয়া। আমাদের উচিত, সালামের ব্যাপক প্রচলন করা, ঘরে আসা যাওয়া করতে, অলি গলিতে, বাজারে, বাসের মধ্যে, ট্রেনের মধ্যে প্রত্যেক নিজের মুসলমান ভাইকে সালামের উপহার পেশ করতে থাকা এবং আমাদের মুসলমান ভাই যারা দূরে ও শহরে বাস করে, তাদের জন্যও সময় সময়ে সালাম পাঠানো।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি মদীনা মুনাওয়ারায় আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক মুখে সর্বপ্রথম যে বাক্যগুলো শুনেছি সেটা ছিলো: یَا اَیُّهَا النَّاسُ! হে মানবজাতি! اَفۡشُوا السَّلَامَ সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, اَطۡعِمُوا الطَّعَامَ খাবার খাওয়াও! وَصَلُّوۡا بِاللَّیۡلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ এবং রাতে ঐসময় নামায পড়ো, যে সময়

মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (তোমরা এই তিনটি কাজ করলে) নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(ইবনে মাজাহ, ৪২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৩৪)**

সালাম ভালবাসা সৃষ্টি করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "সালাম" একটি অমূল্য সম্পদ, আল্লাহ পাক সালামের মধ্যে এমন প্রভাব দান করেছেন যে, আমরা সালাম দিয়ে থাকে মুখে কিন্তু সেটার প্রভাব সোজা অন্তরে গিয়ে পড়ে। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْ তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমান আনয়ন করবে! وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْ আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পর ভালবাসবে! ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাদেরকে ঐ আমলের ব্যাপারে বলব না! যেটা করলে তোমাদের একে অপরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? (আর তা হলো) اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো! **(আবু দাউদ, ৮০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১৯৩)**

ভালবাসায় পরিপূর্ণ ইসলামী তীর

হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ একবার তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: পুত্র! যখনই কোন গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করো তখন তাদেরকে ইসলামী তীর নিক্ষেপ করো।

এই ইসলামী তীর কি? হযরত আউফ বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালাম। **(যুহদ লি ইবনে মোবারক, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৫০)** অর্থাৎ যখন সালাম দিবে তখন তোমাদের সালাম ভালবাসাপূর্ণ তীর হয়ে সম্মুখস্থ ব্যক্তির অন্তরে গিয়ে লাগবে ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।

অর্থাৎ পুত্র! লোকদেরকে সালাম দাও কেননা তোমার মুখ থেকে বের হওয়া সালামের শব্দাবলি প্রভাবসম্পন্ন তীর হয়ে সম্মুখস্থ ব্যক্তির অন্তরে গিয়ে লাগবে ও ভালাবাসা বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সালামের ব্যাপক প্রচলন করার ও পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বন্টন করার তাওফিক দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

তাহলে তুমি আমানতের খিয়ানত করতে...

হযরত আবু কলাবা رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ এর খিদমতে উপস্থিত হলো, ঐসময় হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ ময়দা মাখছিলেন, ঐ ব্যক্তি অবাক হয়ে বলল: জনাব! এই কি? (অর্থাৎ আপনি নিজেই ময়দা মাখছেন?) বললেন: আমি খাদিমকে একটি কাজে পাঠিয়েছি, আমার এটি পছন্দ হয়নি যে, তার উপর দুইটি কাজ চাপিয়ে দিবো।

سُبْحٰنَ اللہ! হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ এর নিজের খাদিমদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের প্রতি শতকোটি মারহাবা! ময়দা মাখাটা খাদিমের কাজ ছিলো কিন্তু হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ খাদিমকে অন্য কোন কাজে পাঠিয়েছিলেন তাই তার দায়িত্বের কাজটি স্বয়ং নিজে করতে লাগলেন যাতে খাদিমের দুইবার পরিশ্রম না হয়। سُبْحٰنَ اللہ!

হযরত আবু কলাবা رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ বলেন: ঐ আগন্তুক ব্যক্তি বলল: অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছে। হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ (সালামের উত্তর দেয়ার পর) বললেন: তুমি তার কাছ থেকে কখন এসেছ?

বলল: আমি অমুক সময় এসেছিলাম। বললেন: যদি তুমি তাঁর সালামটি পৌঁছিয়ে না দিতে তাহলে খিয়ানতকারী হয়ে যেতে।

(যুহদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৪১।)

সালাম পৌঁছানো ওয়াজিব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের ঘরে اَلْحَمْدُلِلّٰہ! এখনো পর্যন্ত এই প্রচলনটি চালু রয়েছে যে, যখন কোন মেহমান তার ঘরে ফিরে যেতো তখন বলতো: সকলকে আমাদের সালাম বলবেন। এটি অনেক ভালো অভ্যাস, তবে এক্ষেত্রে একটি মাসআলা মনে রাখবেন! বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: কাউকে বলে দিলো যে, অমুককে আমার সালাম বলিও, তার উপর সালাম পৌঁছিয়ে দেয়া ওয়াজিব আর যখন সে সালাম পৌঁছিয়ে দিলো সম্মুখস্ত ব্যক্তির উপর এভাবে উত্তর দিবে: عَلَیۡکَ وَعَلَیۡہِ السَّلَام।

বাহারে শরীয়াতে রয়েছে: এই সালাম পৌঁছানো তখন ওয়াজিব, যখন সে বলে দিলো: আচ্ছা, আমি তোমার সালাম পৌঁছিয়ে দিবো, এক্ষেত্রে তার কাছে সালাম পৌঁছানোটা আমানত, যে এটার হকদার (অর্থাৎ যার নামে সালাম দিয়েছে) তাকে দিতেই হবে। সাধারণত হাজীদেরকে লোকেরা এটা বলে দেয় যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আমার সালাম জানাবেন, এই সালামটিও পৌঁছানো ওয়াজিব।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামের সত্যিকার প্রেমিক, খুবই ধৈর্যশীল, প্রতিটি অবস্থায় অবিচল,

অনেক নেককার, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ আলিমে দ্বীন, ইসলামের পতাকা উত্তোলনকারী এবং নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশিষ্ট সাহাবাগণের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মধ্য হতে একজন। ফারসি (অর্থাৎ ইরান)এ বসবাসকারীর মধ্য হতে সর্বপ্রথম হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ইসলাম কবুল করেন। তাঁর নাম সালমান। ফারস্যের অধিবাসী ছিলেন, এজন্য ফারসি বলা হয়। হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে সালমানুল খাইর (অর্থাৎ সালমান কল্যাণময়ী) ও বলা হয়। **(আসাবা ফি তামিযুস সাহাবা, ৩/১২০)**

সত্য অনুসন্ধানের জন্য সফর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অনেক দীর্ঘ হায়াত পেয়েছেন, বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ২৫০ বছরেরও অধিক বছর দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন। বলা হয়ে থাকে হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর হাওয়ারী (অর্থাৎ সাথী)দের সাথে সাক্ষাত করেছেন। **(আসাবা ফি তামিযুস সাহাবা, ৩/১২০)**

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ফারস্যের শহর আসফাহানের অধিবাসী ছিলেন, তাঁর বাপদাদারা অগ্নিপূজারী ছিলো, হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ও অগ্নিপূজারীদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং সেই বিষয়ে পারদর্শি হয়েছেন কিন্তু খুব দ্রুত তিনি তাঁর ভ্রান্ত ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন, হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বছরের পর বছর সত্যের সন্ধানে অতিবাহিত করেন, তিনি সিরিয়া দেশে অনেক পাদ্রী (অর্থাৎ ইবাদতকারী) এর সংস্পর্শে থাকেন, তাদের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন, আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল থাকেন, শেষ পর্যন্ত একজন ইবাদতকারির কাছে

গিয়ে পৌঁছেন, ঐ ইবাদতকারি নিজের শেষ সময়ে হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: পুত্র! আমার জানা মতে এখন দুনিয়াতে এমন কোন ইবাদতকারি নেই, যে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি পারদর্শি, অতিশীঘ্রই শেষ নবী আগমণ করবেন, তুমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে যাবে। ঐ ইবাদতকারি হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে মদীনায়ে মুনাওয়ারা সম্পর্কে বললেন এবং প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কিছু নিদর্শন সম্পর্কেও অবগত করলেন। সিরিয়ার দেশে আরববাসীদের কাফেলা আসতেই থাকতো, হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি কাফেলার সাথে যুক্ত হয়ে গেলেন আর মদীনার সফর শুরু হলো, রাস্তার মধ্যে কাফেলা ওয়ালাদের নিয়্যত খারাপ হলো তখন তারা তাঁকে একা দেখে এক কাফিরের হাতে বিক্রি করে দিলো। (ত্বাবকাতে ইবনে সা'দ, ৪/৫৬)

বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ১০ বার বিক্রি হয়েছেন, (বুখারী, ৯৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৪৬) এক পর্যায়ে বেচাকেনা হতে হতে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে গেলেন আর সেখানে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগমনের অপেক্ষা করতে থাকেন।

অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হলো, এটি একটি সুন্দর দিন ছিলো, হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর দুনিয়াবী মালিকের বাগানে খেজুর সংগ্রহ করছিলেন, তিনি খবর পেলেন: নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মকামে কুবাতে তাশরিফ নিয়েছেন। এই সংবাদটি প্রেম ও ভালবাসা আরও বৃদ্ধি করে দিলো, হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মন ব্যাকুল হয়ে গেলো, বছর ধরে যেই মুনিবের জন্য অপেক্ষায় রইলেন, যার দিদারের জন্য বার বার বেচাকেনা হয়েছেন,

মাইলের পর মাইল সফর করেছেন, ঐ মুনিব ও মাওলা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরিফ আনছেন।

اللّٰہ! اللّٰہ! মন ব্যাকুল, আর ধৈয্যধারন করাটা অনেক কষ্টকর, হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ গুণে গুণে সময় অতিবাহিত করছেন। অবশেষে সেই মূহুর্তটি চলে আসলো, মনের প্রশান্তি সুলতানে কওনাইন রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরিফ আনলেন, মদীনায়ে পাকের অলি গলিতে ঈদের ন্যায় খুশি উদযাপন, চারিদিকে নুর আর নুর, খুশি আর খুশি, সুযোগ পেয়ে হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও খিদমতে হাজির হয়ে গেলেন, ইবাদত পরায়ন যেসব নিদর্শন বলেছিলো ঐসব (মিলিয়ে) দেখলেন, সকল নিদর্শন হুবহু ছিলো, সুতরাং তিনি কলেমা পাঠ করে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলামী কবুল করে নিলেন।

(তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৪/৫৮)

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এরপর থেকে শেষ পর্যন্ত নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে নিয়োজিত থাকেন, মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাসনামলে তাঁকে মাদায়িনে গভর্নর নিযুক্ত করেন।

ওফাত

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ১০ই রজবুল মুরাজ্জব ৩৩ বা ৩৬ হিজরিতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তাঁর মাযার মোবারক ইরাকের শহর মাদায়িনে অবস্থিত। (তারিখে ইবনে আসাকির, ২১/৩৭৬) তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত করেই মাদায়িনকে সালমান পাক বলা হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাকের ৪জন প্রিয় বান্দা

হযরত আবু বুরায়দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক আমাকে ৪জন লোককে ভালবাসার নির্দেশ দিয়েছেন আর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাকও ঐ ৪জন ব্যক্তিত্বকে ভালবাসেন। সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ঐ ৪জন কারা? বললেন: আলী, সালমান, আবু যর ও মিকদাদ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ)।

(ইবনে মাজাহ, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৯)

জান্নাত ৪জন সাহাবার প্রত্যাশী

এক বর্ণনায় রয়েছে: রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাত (১) আলী বিন আবু তালিব (২) আম্মার বিন ইয়াসির (৩) সালমান ফারসি ও (৪) মিকদাদ বিন আসওয়াদ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ) গণকে পেতে চায়। **(মু'জামুল কবীর, ৬/২১৫, হাদীস: ৬০৪৫)**

জ্ঞানের অন্তহীন এক সমুদ্র

হযরত যাযান কিন্দি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একদিন আমরা মুসমলানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, হযরত আলীউল মুরতাদা শে'রে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উত্তম আলোচনা করতে গিয়ে বললেন: সালমান ফারসির মতো তোমাদের মধ্যে কে হতে পারবে? সে তো আহলে বাইতের একজন, সে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর জ্ঞান অর্জন করেছে, হযরত সালমান ফারসি প্রথম কিতাব (অর্থাৎ ইঞ্জিল বা তাওরাত) এরও আলিম ছিলো এবং শেষ কিতাব (অর্থাৎ কুরআনে করীম) এরও

আলিম ছিলো বরং সালমান তো জ্ঞানের অন্তহীন সমুদ্র ছিলো। (মু’জামুল কবীর, ৬/২১৩, হাদীস: ৬০৪২)

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মর্যাদা ও বিশেষত্বের মধ্য হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা ও বিশেষত্ব এটাও যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে পবিত্র আহলে বাইতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন, যেমন

হাদীসে পাকে রয়েছে: নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: : سَلۡمَانُ مِنَّا اَہۡلَ الۡبَیۡتِ সালমান আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত, فَاتَّخِذۡہُ صَاحِبًا সুতরাং তাকে নিজের সঙ্গী বানিয়ে নাও।

(মসনদে বাযার, ১৩/১৩৯, হাদীস: ৬৫৩৪)

মীর আব্দুল ওয়াহিদ বালগ্রামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: আহলে বাইত তিন প্রকার: (১) আসল আহলে বাইত (২) দাখিল আহলে বাইত (৩) লাহিক আহলে বাইত। আসল আহলে বাইত ১৩ জন: ৯ জন পবিত্র বিবি ও প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৪জন শাহজাদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ। দাখিল আহলে বাইত ৩ জন: হযরত আলীউল মুরতাদা, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এবং লাহিক আহলে বাইত হলো ঐসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ পাক অপবিত্র ও গুনাহ থেকে পরিপূর্ণ পবিত্র করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ তাকওয়া ও পবিত্রতা দান করেছেন। যেমন হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তিনি সৈয়দ নন কিন্তু অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার কারণে আহলে বাইতের সাথে লাহিক (অর্থাৎ মিলিত) হয়েছে। (সাবয়ে সানাবিল মুতারজিম, ৯৪ পৃষ্ঠা)

নিজের হাতের উপাজর্নের খাবার খেতে পছন্দ করতেন

হযরত আবু ওসমান নাহদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হতে বর্ণিত, সাহাবিয়ে রাসূল হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি আমার হাতের উপার্জন দ্বারা আহার করাকে পছন্দ করি। (আল্লাহ ওয়ালো কি বা'তে, ১/৩৭২)

হযরত হাসান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৩০ হাজার মুসলমানের শাসক ছিলেন এবং তাঁর সম্মানি ৫ হাজার দিরহাম ছিলো। তারপরও তাঁর দুনিয়ার প্রতি বিমুখতার এই অবস্থা ছিলো যে, তাঁর কাছে মাত্র একটি চাদরই ছিলো, সেটা গায়ে দিয়ে তিনি লোকদের খুতবা দিতেন এবং ঘুমানোর সময় ঐ চাদরই অর্ধেক উপরে আর অর্ধেক নিচে বিছিয়ে দিতেন। যখন তাঁর সম্মানি আসতো তখন তিনি তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিতেন এবং স্বয়ং নিজের হাতে খেজুর পাতার ঝুড়ি বানিয়ে দিন অতিবাহিত করতেন। (যুহদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১৫)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনোযোগ দিন! কি সুন্দর ধরন! হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৩০ হাজার মুসলমানদের শাসক, স্পষ্টত অনেক ব্যস্ততা থাকতো, তারপরও নিজের হাত দ্বারা উপার্জন করতেন এবং দিন অতিবাহিত করতেন। আর কতো চমৎকার বিষয়: নিজের ৫ হাজার দিরহাম সম্মানি অন্যদের জন্য ব্যয় করে দিতেন। سُبۡحٰنَ اللّٰہ! سُبۡحٰنَ اللّٰہ!

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও অন্যের খিদমত করার, মুসলমানদের কল্যাণকামী হওয়ার তাওফিক দান করুন। হায় যদি! নিজের পরিশ্রম করা উপার্জন আহার করার অভ্যস্ত হয়ে যেতাম।

অযথা ভিক্ষার বিপদ

দূর্ভাগ্যবশত আজকাল সমাজে অযথা চাওয়ার বিপদ বেড়েই যাচ্ছে, কিছু অলস যুবক অলসতা করে থাকে, পরিশ্রম করতে চায়না,

অযথা অপদস্ত হয় ও মানুষের সামনে হাত পেতে থাকে। মনে রাখবেন! পেশা হিসেবে ভিক্ষা করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, যে (ব্যক্তি) শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে ভিক্ষা করে, সে নিজের জন্য জাহান্নামের আগুণ তালাশ করে আর এভাবে যতো বেশি টাকাই অর্জন করুক না কেন ততো বেশি আগুণের উপযুক্ত হবে। ✸ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনে ভিক্ষা করে, মূলত সে আগুণের স্ফুলিঙ্গ ভক্ষণ করে থাকে। (মু'জামুল কবীর, ২/৪০০, হাদীস: ৩৪২৬) ✸ এক হাদীসে পাকে রয়েছে: যে সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য ভিক্ষা করে, সে আগুণের স্ফুলিঙ্গের ভিক্ষা করে থাকে, কম ভিক্ষা করুক বা বেশি (মুসলিম, পৃষ্ঠা ৩৭২, হাদীস: ১০৪১) শুয়াবুল ঈমানে রয়েছে: যে ব্যক্তি মানুষের কাছে ভিক্ষা করে, অথচ তার দারিদ্রতা নেই এবং এমন সন্তান সন্ততি নেই যাদের (ভরণ পোষণের) সামর্থ্য রাখে না, সে কিয়ামতের দিন এভাবে আসবে তার চেহারায় মাংস থাকবে না। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/২৭৪, হাদীস: ৩৫২৬) ✸ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দুনিয়া হলো সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল স্থান, যে এটা থেকে হালাল পন্থায় উপার্জন করল আর সেটা সেটার হকের মধ্যে ব্যয় করল তখন আল্লাহ পাক তাকে সাওয়াব দান করবেন এবং তার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩৯৬, হাদীস: ৫৫২৭)

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে অযথা ভিক্ষা করা থেকে হেফাযত করুন এবং সর্বদা নিজের পরিশ্রমের উপার্জন থেকে আহার করার তাওফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

শেষ মূহুর্তে কান্না করার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবিয়ে রাসূল হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মাদায়িনের গভর্ণর ছিলেন, তারপরও তিনি সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন, তিনি কখনো নিজের জন্য দুনিয়াবী সম্পদ জমা করেননি। বর্ণনার মধ্যে রয়েছে: হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মৃত্যুরোগে পতিত ছিলেন, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে দেখতে গেলেন, দেখলেন: হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কান্না করছেন, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জিজ্ঞাসা করলেন: হে সালমান! আপনি কেন কান্না করছেন? আপনি হাউজে কাউছারে আপনার বন্ধুদের (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) এবং নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলিত হবেন? হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি মৃত্যুর ভয় বা দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার কারণে কান্না করছি না বরং আমি তো এই কারণে কান্না করছি যে, আমার আশেপাশে অনেক জিনিসপত্র পড়ে আছে অথচ আমার প্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন: তোমাদের কাছে যেন দুনিয়াবী জিনিসপত্র শুধুমাত্র এতোটুকু থাকবে যতোটুকু একজন মুসাফিরের কাছে থাকে।

বর্ণনাকারী বলেন: ঐসময় হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট যেসব জিনিসপত্র ছিলো তা হলো শুধুমাত্র একটি প্লেইট যেটা তাঁর অযু করার বা কাপড় ধোয়ার কাজে আসত। **(আল্লাহ ওয়ালো কি বা'তে, ১/৩৬৪)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! হে আশিকানে রাসূল! এটি হলো সাহাবায়ে কেরামগণের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দুনিয়ার ভালবাসা থেকে অনেক দূরবর্তীতা ও সব সময় পরকালীন বিষয়ে চিন্তা করতেন এমন ব্যক্তি ছিলেন। দেখুন! হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট শুধুমাত্র একটি প্লেইট ছিলো আর

এগুলোকে তিনি অধিক জিনিস বলে কান্না করছেন যে আমি বেশি সম্পদ জমা করে ফেলেছি।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা এর বিপরীত। হাজার হাজার টাকা উপার্জন করি, ব্যাংক ব্যালেন্সও রয়েছে, গাড়িও রেখিছি, ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পাশপাশি অতিরিক্ত জিনিসও বিদ্যমান রয়েছে, এগুলো ছাড়াও আরও জিনিসের আশাবাদী, দিনরাত শুধু টাকা, টাকা করে থাকি। হায় যদি! আমাদের দুনিয়ার প্রতি বিমুখতার সৌভাগ্য হয়ে যেতো, হায়! যদি পরকালীন চিন্তাভাবনা সৌভাগ্য হতো এবং আমরা দুনিয়াবী সকল বিষয়কে সজ্জিত করার জন্য ধারে ধারে যাওয়ার পরিবর্তে ভরসা করতাম, কৃতজ্ঞ জ্ঞাপনকারী হতাম এবং আখিরাত সজ্জিত করার চিন্তা করতাম।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তাওয়াক্কুল (ভরসা) কতো উত্তম আমল

হযরত মুগিরা বিন আব্দুর রহমান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হতে বর্ণিত, হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: যদি তুমি আমার পূর্বে ইন্তিকাল করো তাহলে সম্মুখিন হওয়া অবস্থার ব্যাপারে আমাকে অবগত করবে আর যদি আমি মারা যায় তাহলে আমি তোমাকে অবগত করবো। সুতরাং হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইন্তিকাল আগে হয়ে গেলো। একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! কেমন আছেন? বললেন: আমি ভালো আছি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কোন

আমলটি উত্তম হিসেবে পেয়েছেন? বললেন: আমি আল্লাহর উপর ভরসা করাকে অনেক উত্তম হিসেবে পেয়েছি। এক বর্ণনায় রয়েছে: হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তুমি তায়াক্কুল (ভরসা) করাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও, এটা কতো উত্তম আমল। (তাবকাত ইবনে সা'দ, ৪/৭০)

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তায়াক্কুল (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করার) তাওফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

নেক আমল নাম্বার ১৪ এর প্রতি উৎসাহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনীর ঘটনা শোনা শুনানোর উদ্দেশ্য হলো: আমরা যেন তাঁদেরকে ভালবাসি, তাঁদেরকে নিজেদের অনুসরণীয় আদর্শ বানায় এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করার চেষ্টা করি। এর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করুন, দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২ দ্বীনি কাজের মধ্য হতে একটি দ্বীনি কাজ হলো "নেক আমল" পুস্তিকা পূরণ (Fill) করা। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর দেয়া "৭২টি নেক আমল" এর মধ্যে হতে নেক আমল নাম্বার ১৪ হলো: আপনি কি আজ (ঘরে বা বাইরে) কারো উপর রাগ আসা অবস্থায় চুপ থেকে রাগের চিকিৎসা করেছেন নাকি কিছু বলা শুরু করেছেন? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একইভাবে আরও অনেক নেক আমল প্রশ্নত্তোর আকারে এই পুস্তিকার মধ্যে সাজানো রয়েছে যেগুলোর উপর আমল করে আমরা নেকী সম্পাদনকারী ও গুনাহ থেকে

বেঁচে থাকতে সফল হতে পারবো। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুক। اٰمِین

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

একটি সিজদার গুরুত্ব

হযরত আবু বাখতারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি কন্যা ছিলো, তিনি তাকে বললেন: নামায আদায় করো। কন্যা অস্বীকার করল অতঃপর বললেন: হে কন্যা! একটা সিজদা হলেও করে নাও! সে একটি সিজদা করতেও অস্বীকার করল। কেউ আরয করল: হে আবু আব্দুল্লাহ! একটি সিজদা করার দ্বারা তার কি উপকার হতো? বললেন: যদি সে একটি সিজদাই করে নিতো তাহলে তার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তাওফিক মিলে যেতো। **(আল্লাহ ওয়ালো কি বা'তে, ১/৩৮২)**

সিজদার ফযীলতের উপর ৩টি হাদীসে পাক

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের নিকট সিজদা করার তাওফিক মিলে যাওয়াটা অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। ✵ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: বান্দা সিজদা অবস্থায় তাঁর প্রতিপালকের খুবই নিকটবর্তী হয়ে থাকে, এজন্য তোমরা সিজদার মধ্যে বেশি বেশি দোয়া করো! **(মুসলিম, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৮৩)** ✵ মুসলিম শরীফের হাদীসে পাকে রয়েছে: নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অধিকহারে সিজদা করো কেননা তোমরা যখনই আল্লাহ পাকের জন্য সিজদা করবে, আল্লাহ পাক তোমাদের একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং সেটার বিনিময়ে তোমাদের একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন **(মুসলিম, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৯৩)** ✵ হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ

করেন: সিজদার চিহ্ন ব্যতীত মানুষের পুরো শরীরকে আগুণ জ্বালিয়ে দিবে, আল্লাহ পাক জাহান্নামের উপর হারাম করেছেন সে যেন সিজদার চিহ্নকে না জ্বালায়। **(মুসলিম, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫১)**

স্টাম্পের লিখন

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ তাঁর অন্যতম কিতাব “ফয়যানে নামায” ২৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেন: কেউ একজন নেককার বান্দার নিকট নিজের পেরেশানীর কথা কান্না করে করে বলল: যেই কাজই করিনা না কেন সেটা উল্টো হয়ে যায়, কি করবো! ঐ নেককার বান্দা জিজ্ঞাসা করলেন: স্টাম্প (Stamp) দেখেছেন? বলল: দেখেছি। জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি সেই স্টাম্প (Stamp) এর উপর লিখাগুলো কিরকম দেখো? বলতে লাগল: সেটাতে উল্টো লেখা দৃষ্টিগোছর হয়ে থাকে। বললেন: তুমি কি জানো সেটা কিভাবে সোজা হয়? উত্তর দিলো: যখন স্টাম্প (Stamp) কাগজের উপর লাগে তখন শব্দাবলি সোজা হয়ে যায়। বললেন: যেমনিভাবে স্টাম্প (Stamp) নিজের কপালের কাগজের উপর লাগানোর কারণে উল্টো শব্দাবলি ঠিক হয়ে যায়, তেমনিভাবে তুমিও অযু করে মসজিদে চলে যাও আর তোমার খালিক ও মালিক আল্লাহ পাকের নিকট সিজদা করো, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ তোমার উল্টো কাজও ঠিক হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ফরয নামাযের পাশাপাশি খুব বেশি বেশি নফল নামায পড়ার ও অধিকহারে সিজদা করার তাওফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মাওলা আলী শে’রে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর উত্তম আলোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৩ই রজব মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা আমীরুল মু’মিনিন হযরত মাওলা আলী শে’রে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর শুভ জন্মদিন, এই প্রসঙ্গে আসুন সংক্ষিপ্ত মাওলা আলী শে’রে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর আলোচনা করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

✻ আমীরুল মু’মিনিন মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ১৩ই রজব মক্কায়ে মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন ✻ তাঁর আম্মাজান তাঁর নাম রাখেন হায়দার আর পিতা রেখেছেন আলী ✻ নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে اَسَدُ الله উপাধি দ্বারা ধন্য করেন ✻ এছাড়াও مُرتَضٰی (অর্থাৎ নির্বাচিত) کَرَّار (অর্থাৎ দফায় দফায় (শত্রুদের) আক্রমণকারী), শে’রে খোদা ও মুশকিল কোশা হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর প্রসিদ্ধ উপাধি ✻ হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ নবীয়ে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাত ভাই **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪১২)** ✻ মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর শাহাদাতের পর আনসার ও মুহাজিরগণ হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর বাইয়াত গ্রহণ করেন **(তারিখুল খুলাফা, ১১১ পৃষ্ঠা)** এভাবে তিনি আমীরুল মু’মিনিন ও খলিফাতুল মুসলিমিন মনোনীত হলেন ✻ হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ৪ বছর, ৮ মাস, ৯ দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার পর ২১শে রমযান মোবারকে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

(মা’রিফাতুল সাহাবা, ১/১০০)

হযরত আলীর ভালবাসা গুনাহ মোছন করে দেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা আমীরুল মু’মিনিন মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মর্যাদা এতই যে, সেগুলো গণনা করা যাবে না। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُبُّ عَلِیٍّ یَاۡکُلُ الذُّنُوۡبَ کَمَا تَاۡکُلُ النَّارُ الۡحَطَبَ অর্থাৎ আলীর ভালবাসা গুনাহসমূহকে এমনভাবে গ্রাস করে যেমন আগুণ লাকড়িকে জ্বালিয়ে দেয়। **(রিয়াদুন নাদরা, ১৬৪ পৃষ্ঠা)**

কারামত দেখে পাদ্রী কলেমা পড়ে নিলো

সিফফিনের স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সৈন্য এমন ময়দান দিয়ে অতিক্রম করলো, যেখানে পানি ছিল না, সকল সৈন্যরা পিপাসায় কাতর হয়ে গেছে, সেখানে একটি গীর্জা ছিলো, সেটার পাদ্রী বলল এখান থেকে দুই ফরসাখ (অর্থাৎ প্রায় ১৪ কিলোমিটার) দূরে পানি পাওয়া যেতে পারে। এমন সময় হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খচ্ছরে আরোহন করলেন আর এক স্থানে যমিন খনন করার নির্দেশ দিলেন। খনন শুরু হলো, একটি পাথর প্রকাশ পেলো, সেটা বের করতে সকলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, এটা দেখে মাওলা মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরোহন থেকে নেমে গেলেন এবং উভয় হাতের আঙ্গুল ঐ পাথরের ফাটলে রেখে খুব জোর দিলেন তখন পাথর বের হয়ে গেলো এবং সেটার নিচ থেকে অত্যন্ত পরিষ্কার, সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা বের হলো, সকল সৈন্যরা পানি পান করল।

গীর্জার পাদ্রী এই পুরো দৃশ্য দেখছিলো, ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়াটা দেখে সে মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খিদমতে উপস্থিত হলো আর জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি নবী? বললেন: না। জিজ্ঞাসা করল:

আপনি কি ফেরেশতা? বললেন: না। সে বলল: তাহলে আপনি কে? বললেন: আমি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবি। এতোটুকুই শুনেছিলো মাত্র ঐ পাদ্রী কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো। হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তুমি এতদিন ইসলাম কেন কবুল করনি? বলল: আমাদের কিতাবে লিখা রয়েছে: এই গীর্জার পাশে একটি ঝর্ণা লুকায়িত আছে, এই ঝর্ণাটি ঐ ব্যক্তিই প্রকাশ করবে যে, নবী হবে অথবা নবীর সাহাবি। সুতরাং আমি ও আমার পূর্ববর্তী অনেক পাদ্রী এই গীর্জা ঘরে এটারই অপেক্ষায় রয়েছি, আজ আপনি এই ঝর্ণাটি প্রকাশ করে দিলেন সুতরাং আমার উদ্দেশ্য পূরণ হলো, এজন্য আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। পাদ্রীর এই কথা শুনে শে'রে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এতো পরিমাণ কান্না করলেন: তাঁর দাড়ি মোবারক অশ্রুতে ভিজে গেলো। অতঃপর বললেন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! এসব লোকদের কিতাবে আমার কথা উল্লেখ রয়েছে।

(কারামতে সাহাবা, ১১৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাওলায়ে কায়িনাত হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর, ও সকল সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর পরিপূর্ণ ভালবাসা নসীব করুক, হায়! যদি আমরা যেন এই ভালবাসার উপর সব সময় অটল থাকি, কবরে অবতরন হলে তখনো এই ভালবাসা থাকে, হাশরে উঠার সময়েও যেন এই ভালবাসা থাকে। হায়! যদি সাহাবা ও আহলে বাইতের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ভালবাসার সদকায় বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করা নসীব হয়ে যেতো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ওলামাগণের সাথে যোগাযোগ বিভাগ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর সুন্নী ওলামাগণের প্রতি ভালবাসার প্রতিফলন হিসেবে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ তথা "ওলামাগণের সাথে যোগাযোগ বিভাগ" গঠন করেছেন। যাতে সেটার মাধ্যমে সুন্নী ওলামায়ে কেরাম (মসজিদের ইমাম সাহেবগণ, খতিব, শিক্ষকগণ) দেরকে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি খিদমতের কার্যাদির ব্যাপারে অবগত করা যায়, তাঁদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় এবং তাদের মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের মধ্যে সহযোগিতা নেয়া যায়। তাঁদের দোয়া নেয়া যায় এবং সুন্নী মাদরাসা ও জামেয়া সমূহে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের ব্যবস্থা করা যায়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী শ্রবণ করুন: (১) ইরশাদ করেন: নিজেদের ঘরসমূহকে কবরস্থান বানিও না, নিশ্চয় যেই ঘরে (সূরা) বাকারা পাঠ করা হয় শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায়। (মুসলিম, ৩০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮২৪) (২) ইরশাদ করলেন: যেই ঘরে আল্লাহ পাকের যিকির করা হয় এবং যেই ঘরে আল্লাহ পাকের যিকির করা হয় না, সেগুলোর উদাহরণ হলো জীবিত

ও মৃতের মতো। (বুখারী, ৪/২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪০৭) ✸ ঘরে আসা যাওয়া করার সময় উঁচু আওয়াজে সালাম করুন। ✸ পিতা বা মাতাকে আসতে দেখলে তাঁদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যান। ✸ দিনে কমপক্ষে একবার ইসলামী ভাই পিতা বা ইসলামী বোন মায়ের হাত ও পা চুম্বন করুন। ✸ মাতা - পিতার সামনে আওয়াজ নিচু রাখুন, কখনো তাঁদের চোখে চোখ রাখবেন না। ✸ তাদের নির্দেশকৃত ঐকাজ যা শরয়ী পরিপন্থি নয় তা অবশ্যই দ্রুত পালন করুন। ✸ মা বরং ঘর (ও বাহিরে) বরং একদিনের বাচ্চাকেও “আপনি” বলে সম্বোধন করুন। ✸ নিজের এলাকার মসজিদে এশারের নামাযের পর থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ুন। হায়! যদি তাহাজ্জুদে চোখ খুলে যেতো অন্যথায় কমপক্ষে ফযরের নামায সহজেই (মসজিদের প্রথম কাতারে জামআত) সহকারে আদায় করাটা নসীব হতো আর প্রতিটি কাজে অলসতা না হতো। ✸ ঘরে যদি নামাযের প্রতি অলসতা, পর্দাহীনতা, সিনেমা, ড্রামা ও গান বাজানোর পরিবেশ থাকে তাহলে বার বার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না।

ঘোষণা

ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করার অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللہُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیۡ عِلۡمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلۡكِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرۡضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنۡزِلۡہُ الۡمَقۡعَدَ الۡمُقَرَّبَ عِنۡدَكَ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)